সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ক্ষমতায়ন দরকার

বিআইডিএস জনবক্তৃতা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শাসনকাঠামো উন্নয়নের কথা অনেকেই বলেন, তবে তার আগে রাষ্ট্রকাঠামো বোঝা দরকার। সংবিধান নিয়ে দেশে সময়-সময় আলোচনা হয়, কিন্তু এই আলোচনা মূলত সংবিধানের প্রস্তাবনা ও সংশোধনীর মধ্যে সীমিত। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে কাজ করবে, তা নিয়ে বিশেষ আলোচনা নেই। এ বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকলে রাষ্ট্র পরিচালনা আরও সুচারু হবে।

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আয়োজিত 'বাংলাদেশের সংবিধানের কাঠামোগত পাঠ' শীর্ষক জনবক্তৃতায় গতকাল বুধবার এসব কথা বলেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল মো. মুসলিম চৌধুরী। বিআইডিএসের সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠিত এই বক্তৃতা অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক বিনায়ক সেন।

সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ক্ষমতায়নের তাগিদ দিয়ে মুসলিম চৌধুরী বলেন, ইংল্যান্ড ও ভারতে ভারসাম্যের জন্য এসব কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের চেয়ারম্যান করার রীতি আছে অনেক দিন থেকে। দেশেও এখন সেই রীতি চালু হয়েছে।

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে কোনো অঙ্গই সার্বভৌম নয় উল্লেখ করে মুসলিম চৌধুরী বলেন, আইন বিভাগ সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং তারা আইন প্রণয়ন করে, সে জন্য তিন অঙ্গের মধ্যে তারা শ্রেষ্ঠ। তবে তাদের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে কাজ করতে হয়। তিনি আরও বলেন, ওয়েস্টমিনস্টার ব্যবস্থায় আইন বিভাগের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের সেতুবন্ধের সুযোগ আছে। এর সুবিধা-অসুবিধা দুটিই আছে। বড় সুবিধা হলো, দ্রুত নীতি বাস্তবায়নের সুযোগ। আবার স্বার্থের সংঘাতের সুযোগ আছে। সে জন্য সংসদের স্থায়ী কমিটিতে সব দলের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। যোগ্য মানুষের অংশগ্রহণ থাকতে হবে সেখানে।

বক্তৃতায় মুসলিম চৌধুরী সংবিধানের কাঠামোতে আলোকপাত করেন। সংবিধানকে ১২টি কাঠামোতে বিভক্ত করে রাষ্ট্রের কোন অঙ্গ অন্যান্য অঙ্গের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত, তার ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, সংবিধান জনগণের ইচ্ছার ঘনীভূত রূপ। অন্য কথায়, রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের নির্দেশনা। দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকারের যে কথা বলা হয়েছে তা অবাধ নয়। তার মধ্যে কিছু শর্তযুক্ত, কিছু শর্তহীন। আর তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যৌক্তিক কিছু বিধিনিষেধ আছে।

এ পর্যায়ে বিআইডিএসের এক গবেষক বলেন, বিধিনিষেধ যে যৌক্তিকভাবে আরোপ করা হচ্ছে, তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কে নেবে। জবাবে মুসলিম চৌধুরী বলেন, এই দায়িত্ব আরবিটার বা বিচার বিভাগের।

অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে সাবেক অর্থমন্ত্রী এম সাইদুজ্জামান বলেন, সংবিধানের পঞ্চম পরিচ্ছেদে সংসদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে ন্যায়পাল নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সরকার তা করেনি। এতে জনগণের সঙ্গে অন্যায্য আচরণ করা হচ্ছে কি না, জানতে চান তিনি। জবাবে মুসলিম চৌধুরী বলেন, একবার কর ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু কোনো কারণে এখন পর্যন্ত তা কার্যকর করা যায়নি। ন্যায়পাল নিয়োগের আইন করা হয়েছে কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো করা যায়নি।

অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে যুক্ত ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ট্রাস্টি জাফরুল্লাহ চৌধুরী, বিআইডিএসের সাবেক মহাপরিচালক কাজী সাহাবুদ্দিন প্রমুখ।